খাদি বাসেনে

সেনেগাল

অধিকারের জন্য লিখুন ২০১০

AMNESTY INTERNATIONAL

এখনই পদক্ষেপ নিন

বিশ্বের হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে আপনিও প্রতিদিন মানবাধিকার লংঘনের হুমকির শিকার হওয়া মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাদের পাশে দাড়ান।

বিচার মন্ত্রীর নিকট লিখুন

- জিন ডিয়ান্ডির মৃত্যুর পুনঃতদন্ত এবং সন্দেহভাজন দোষীদের আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারের মানদন্ড অনুসারে বিচারের ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান;
- খাদি বাসেনে যাতে আর্থিক ক্ষতিপূরণসহ স্বামীর বলপূর্বক অন্তর্ধানের ক্ষতিপূরণের দাবী জানাতে পারে সেই অনুমতি দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান।

লেখা নিচের ঠিকানায় পাঠান:

Son Excellence Monsieur Cheikh Tidjane Sy
Ministère de la Justice
Building administratif BP 4030
Dakar
Senegal
ফ্যাক্স: +221 33 823 27 27

খাদি বাসেনে-র সমর্থনে বার্তা পাঠান

খাদি বাসেনে-কে ই-মেইল পাঠানোর ঠিকানা:
actionkhadybassene@yahoo.fr

আপনি ছবিগুলো, কিংবা ফরাসি ভাষায় নিচের বার্তাটি পাঠাতে পারেন:

J'espère de tout cœur que la vérité sera établie sur la disparition de votre mari et que vous pourrez obtenir réparation pour vous permettre de garder votre maison et recevoir les soins dont vous avez besoin.

Amnesty International
International Secretariat
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X ODW
United Kingdom

www.amnesty.org
/individuals-at-risk
October 2010
Index: AFR 49/004/2010
Bengali

AMNESTY INTERNATIONAL

খাদি বাসেনের জন্য এখনই পদক্ষেপ নিন

ছবি: © অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল

খাদি বাসেনে একজন ৬২ বছর বয়সী নারী। তার স্বামী জিন ডিয়ান্ডিকে সেনা সদস্যরা ১৯৯৯ সালে গ্রেফতার করার পর থেকেই তিনি নিখোঁজ। তাকে আর কেউ দেখেনি। খাদি বাসেনে তার স্বামীর ভাগ্যে কি ঘটেছিল সেই সত্য জানতে চেষ্টা চালাচ্ছেন, এবং স্বামীর অন্তর্ধানের আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য এখনো অপেক্ষা করছেন।

খাদি বাসেনে সেনেগালের দক্ষিণাঞ্চলের কাসামান্সেতে বাস করেন। সেনা সদস্যরা ওই অঞ্চলের স্বাধীনতাকামী সরকারবিরোধী সশস্ত্রদলের সদস্য সন্দেহে জিন ডিয়ান্ডিকে ১৯৯৯ সালের ৪ আগস্ট গ্রেফতার করেছিল।

খাদি বাসেনে তার স্বামীকে গ্রেফতারকালে উপস্থিত ছিলেন না, তবে পরবর্তীতে একইসঙ্গে গ্রেফতার হওয়া অন্য একজন বাসেনেকে জানিয়েছেন যে, তাকে ও জিন ডিয়ান্ডিকে খাদি বাসেনের বাড়ি থেকে একটি সামরিক গাড়িতে তুলে ওই অঞ্চলের একটি বন্দিশিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছুক্ষণ পরে অন্য লোকটিকে কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই মুক্তি দেয়া হলেও জিন ডিয়ান্ডিকে আটক রাখা হয়েছিল।

খাদি বাসেনে তার স্বামীর খোঁজ জানার চেষ্টা করলেও এ ব্যাপারে তাকে কেউ কোন তথ্য জানায়নি। ১৯৯৯ সালের ৩১ আগস্ট তিনি তার স্বামীর অবৈধভাবে গ্রেফতার ও আটকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করেন। সেনেগালের বিচার বিভাগ একটি তদন্ত কার্যক্রম শুরু করে এবং আঞ্চলিক তদন্তকারী বিচারক জিন ডিয়ান্ডিকে গ্রেফতারের সময়কার প্রত্যক্ষদর্শী প্রধান সাক্ষীর কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ শোনেন। আদালত ২০০০ সালের ৭ আগস্ট মামলাটি খারিজ করে দেয়। দুর্ভাগ্যবশত, খাদি বাসেনে এই সিদ্ধান্তের কথা জানতে না পারায় আপিল আবেদন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হন।

খাদি বাসেনে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালকে বলেছেন: “সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করায় অনেকে আমার সমালোচনা করে। অনেকে আবার আমাকে নিয়ে ভীত, না জানি আমার কি হয়। আমি বলি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে নয়, আমি আমার স্বামীকে খুঁজে পেতে অভিযোগ জানিয়েছি।”

২০০৫ সালে খাদি বাসেনে-কে তার স্বামীর মৃত্যুর সনদপত্র দেয়া হয়, সেখানে মৃত্যুর তারিখ লেখা ছিল ১৯৯৯ সালের মার্চ মাস। যা তার অন্তর্ধানেরও চারমাস আগের তারিখ।

খাদি বাসেনের স্বাস্থ্য এখন এতোটাই দুর্বল যে তিনি কাজও করতে পারেন না। বর্তমানে তিনি বিনেভাড়ায় দূরসম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়িতে থাকেন, তবে তার আত্মীয়রা ওই এলাকায় আর বেশিদিন থাকবে না বলে খাদি বাসেনেকে জানিয়ে দিয়েছে। এদিকে, তার অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। তিনি তার স্বামীর অন্তর্ধানের আর্থিক ক্ষতিপূরণ চান কারণ সেক্ষেত্রে তিনি অর্থনৈতিকভাবে কিছুটা স্বাবলম্বী হতে পারবেন।